দৈনিক খবর

তারিখ ... 15 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 4

প্রসঙ্গ ঃ বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ পরিবর্তন

শিক্ষকদেরই মূল্যায়ন করতে হবে কি হওয়া উচিৎ তাদের গণতন্ত্র ঃ অধ্যাপক শামসুল হক

॥ মাহফুজুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ প্রসঙ্গে বলেছেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গণতন্ত্র চাই। কিন্তু নিরক্ষর মানুষের উপযোগী 'মাথাগোণা' গণতন্ত্র নয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত অবনতি রোধ করার খাতিরে সচেতন শিক্ষকদেরই তাঁদের বিষয় বিবেচনা করা উচিৎ। তাদেরই মূল্যায়ন করতে হবে কি হওয়া উচিৎ তাদের গণতন্ত্র।

খবর প্রতিনিধির সাথে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। এককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক শামসুল হক ১৯৭৭-৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। কিন্তু চার বছরের মেয়াদ শেষ হবার আগেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির প্রতিবাদস্বরূপ তিনি পদত্যাগ করেন। পরে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়। গত ২৮শে জানুয়ারী মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য হিসেবে তার মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং বর্তমানে তিনি অবসর জীবনযাপন করছেন।

সরকার বলছেন, সময়ের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। সরকারের এ বক্তব্য প্রসঙ্গে আপনার মত কি? এ প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক শামসুল হক বলেন, কোন আইনই চূড়ান্ত নয়। সেদিক থেকে সময়ের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন বা যুগোপযোগী করা দরকার হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-এর

৫-এর পাতায় দেখুন

অধ্যাপক শামসুল হক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষকদেরই মূল্যায়ন করতে

পরিবর্তন প্রসঙ্গে প্রশ্ন হলো পরিবর্তন কোথায় হবে? বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ প্রণয়নের একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত রয়েছে। এর গণতান্ত্রিক চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখে যুগোপযোগী করা যেতে পারে। স্বাধীনতার আগে ১১-দফা কর্মসূচীর এক দফা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন বাতিল। এ দফার প্রেক্ষিতে স্বাধীনতার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবীর প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১৯৭৩ সালে বর্তমান আদেশ জারি করে। সে সময় তাড়াহুড়োর মধ্যে এটা দিতে হয়েছে। এ বিষয়গুলো অভিজ্ঞতার আলোকে এখন আবার ধীরে-সুস্থে ভাবা যেতে পারে। তবে ঐ আদেশের মৌলিক বিষয় হলো গণতান্ত্রিক চরিত্র। এ চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখেই পরিবর্তন পরিবর্ধন করা দরকার।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-এ গণতন্ত্র দেয়া হয়েছে। আমরা গণতন্ত্র চাই। কিন্তু 'মাথাগোণা' গণতন্ত্র নয়। যে গণতন্ত্র দেশের নিরক্ষর লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদদের জন্য তা কি প্রযোজ্য? সরকার কি চায়, কি বলে সে কথা বলি না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদেরই আজ মূল্যায়ন করতে হবে তারা কি গণতন্ত্র চায়।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শামসুল হক আরো কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর মতামত এ প্রতিনিধির কাছে তুলে ধরেছেন। শিক্ষকদের বিবেচনার জন্যই তিনি এ প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে এখন পালাক্রমে চেয়ারম্যান হচ্ছেন। এতে একজন অধ্যাপককে সহকারী অধ্যাপকের অধীনে কাজ করতে হচ্ছে। স্বাধীনতার পরে একটি বিভাগে হয়ত একজন/দু'জন অধ্যাপক ছিলেন। তখন পালাক্রমে সহকারী অধ্যাপক পর্যন্ত চেয়ারম্যান হবার বিধান করা হয়েছিল। কিন্তু আজ বিভাগে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপকের সংখ্যা অনেক। এ অবস্থায় আগের আইনই বহাল রাখা যাবে কি-না শিক্ষকদেরই ভাবতে হবে।

তাঁর মতে, নির্বাচনের মাধ্যমেই ডীন নির্বাচন হতে পারে। তবে ডীন নির্বাচনে প্রার্থী হবার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হতে পারে অধ্যাপক। শুধু অধ্যাপক নয়, সকল নির্বাচনেই প্রথম বিবেচ্য হওয়া উচিৎ শিক্ষাক্ষেত্রে যশ ও অবদান; পাশাপাশি ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা কতখানি তা দেখা উচিৎ।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কাঠামো সিন্ডিকেটে তো উপাচার্য ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের মতামতই প্রতিফলিত হয়। শিক্ষকরাই সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার মনোনীত সদস্যরা সভায় উপস্থিত থাকেন না। আমার পদোন্নতি, বেতন, ভাতা সবকিছু যদি আমিই ঠিক করি, যতই সচেতন ও গণতন্ত্রী হই না কেন, এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকা কি সম্ভব?

সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে শামসুল হক বলেন, বর্তমান আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নবনিযুক্ত প্রভাষকও নির্বাচনে জয়লাভ করে সিন্ডিকেট সদস্য হতে পারেন। সিন্ডিকেটের মত একটি সর্বোচ্চ বডিতে তিনি কি দায়িত্ব পালন করবেন? আবার একজন অধ্যাপককেও ভোটের জন্য একজন প্রভাষকের কাছে যেতে হচ্ছে। বিজ্ঞান অনুষদের একজন অধ্যাপক সম্পর্কে কলা অনুষদের একজন প্রভাষক কতটুকু জানতে পারেন? এক্ষেত্রে ভোটের জন্য ধরাধরি করা ছাড়া যোগ্যতার বিচার কি হচ্ছে?

সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন সরাসরি ভোটে হওয়ার পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করে তিনি বলেন, প্রশ্ন ওঠে ভোট গ্রহণের অসুবিধা নিয়ে। এক্ষেত্রে দেশের প্রত্যেক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস ও বিদেশে এ্যামবেসিতে একটি করে বাক্স রেখে একদিনে ভোট নেয়া যেতে পারে।

উপাচার্য নিয়োগের জন্য সিনেট কর্তৃক তিনজনের প্যানেল নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এর দ্বারা স্পষ্ট গ্রুপিং সৃষ্টি হচ্ছে। পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে প্যানেল নির্বাচনের বিষয়টি। এক্ষেত্রে 'প্রতিভা অনুসন্ধান কমিটি' গঠন করে একটি প্যানেল ও সিনেট কর্তৃক আরেকটি প্যানেল করে দুটি প্যানেলের মধ্য থেকে একজনকে উপাচার্য করা যেতে পারে। আবার প্রতিভা অনুসন্ধান কমিটিতে বিচারপতি, সাবেক ভিসি, বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট, সিন্ডিকেটের প্রতিনিধি রেখে একটি প্যানেলের মাধ্যমেই উপাচার্য করা যেতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক শামসুল হক বলেন, আজ শিক্ষকদের একাউন্টিবিলিটি বলে কিছু নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলের একাউন্টিবিলিটি থাকা উচিৎ। গণতন্ত্র মানে যা ইচ্ছা তা করা নয়। হিসেবের ক্ষেত্রেও একাউন্টিবিলিটি থাকতে হবে এবং ইচ্ছেমত খরচ করা চলবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সরকার বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ পরিবর্তন প্রসঙ্গে যা বলছেন তাতে কোন অসৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয় কি? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শুধু সরকার কেন, বিভিন্ন পর্যায়ে আজ এ চিন্তা হচ্ছে। বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেই এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া দরকার। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিলক্ষিত অবনতি রোধ করার লক্ষ্যে শিক্ষকদেরই এ ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিরাজমান সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-এর কোন যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করেন কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, পরোক্ষভাবে সম্পর্কতো আছেই। গণতান্ত্রিক অধিকার যদি বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনা দ্বারা প্রয়োগ করা না হয় তবে খারাপ ফলতো হবেই। আজ শিক্ষকদের দলাদলির সাথে ছাত্ররাও মিশে যাচ্ছে। '৫২, '৬২, '৬৯, '৭১ সালের সকল আন্দোলনেই ছাত্ররা জাতীয় প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলো এখন দলীয় নির্দেশ ছাড়া কিছুই হয় না। আমার ছাত্রাবস্থায়ও নির্বাচন হয়েছে। তখন নির্বাচনে ছাত্রের একাডেমিক গুনাবলী ছিল মুখ্য। কিন্তু আজ তা হয় না। আগে মারামারি হত দুই সংগঠনে। এখন মারামারি হচ্ছে একই দলের দুই গ্রুপে। পরিস্থিতির কত অবনতি হলে রুমমেটকে গুলী করে মারা যায়। আমরাতো নিজেদের স্বার্থ, প্রচার, পদোন্নতি, সুবিধা নিয়ে ব্যস্ত। এই ঘোর দুর্দিনে ছাত্রদেরকেই সঠিক জায়গায় সোচ্চার হয়ে দাঁড়াতে হবে।